তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৯৪৮

**রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ৭ম পার্টনারশিপ সম্মেলনের**

**সমাপ্তি মানবতার শক্তির ঐক্যের অঙ্গীকারে**

ঢাকা, ৫ আশ্বিন (২০ সেপ্টেম্বর) :

মানবতার শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন দেশ ও মানবিক সংস্থাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হলো দু’দিনব্যাপী বাংলাদেশের ক্রিসেন্ট সোসাইটির ৭ম পার্টনারশিপ সম্মেলন ২০২৩।

আজ ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে ১৭টি দেশের অংশগ্রহণে এ সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ প্রধান অতিথি এবং আইএফআরসি পরিচালনা পর্ষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহা বারজাস আল বারজাস বিশেষ অতিথির বক্তৃতা দেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, দেশকে সামাজিক কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার নিরলস কাজ করে চলেছে। পাশাপাশি রেড ক্রিসেন্ট আর্তের সেবায় সবসময়ই অনেক বড় ভূমিকা রেখে আসছে।

বঙ্গবন্ধুকন্যা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছেন, রেড ক্রিসেন্ট সেখানেও তাদের সেবার হাত প্রসারিত করেছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর সর্বনিম্ন মাথাপিছু জমির ঝড়, বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাসের বাংলাদেশের বিস্ময়কর অগ্রগতিতে রেড ক্রিসেন্ট আমাদের সহায়ক সাথী।

বিশেষ অতিথি আল বারজাস সম্মেলনটির সফল আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিকে ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত এ টি এম আব্দুল ওয়াহহাবের সভাপতিত্বে সোসাইটির ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ নূর উর রহমান, মহাসচিব কাজী শফিকুল আযম, কোষাধ্যক্ষ এম এ ছালাম, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অভ্‌ রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজের হেড অভ্‌ ডেলিগেশন সঞ্জীব কাফলে এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অভ্‌ রেড ক্রসের হেড অভ্‌ ডেলিগেশন এগনেস দোহার (Agnes Dhur) তাদের বক্তব্যে মানবতার শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধির অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

#

আকরাম/আরমান/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৯৪৭

**একুশে পদকপ্রাপ্ত অভিনেত্রী জিনাত বরকতউল্লাহর ইন্তেকালে**

**তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৫ আশ্বিন (২০ সেপ্টেম্বর) :

একুশে পদকপ্রাপ্ত নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী জিনাত বরকতউল্লাহর ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীর ধানমন্ডিতে নিজ বাসায় শিল্পী জিনাত বরকতউল্লাহর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সংবাদে শোকাহত মন্ত্রী প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তথ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের সংস্কৃতি অঙ্গনের উন্নয়নে জিনাত বরকতউল্লাহ বড় ভূমিকা রেখেছেন।

#

আকরাম/আরমান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৯৪৬

**আট বিভাগে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে**

**-সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

গাজীপুর, ৫ আশ্বিন (২০ সেপ্টেম্বর) :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে দেশের আট বিভাগে সমন্বিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে।

মন্ত্রী আজ গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে অবস্থিত শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্পের মূল ফটক, গভীর নলকূপ, প্লাস্টিক চেয়ার ও ঝুড়ি উৎপাদনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, মৈত্রী শিল্প রুগ্ন দশা থেকে লাভজনক শিল্পে পরিণত হচ্ছে। প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে জেলা পর্যায়ে মৈত্রী শিল্পের প্লান্ট স্থাপন করা হবে। এ প্লান্টে মৈত্রী চেয়ার ও ঝুড়ি তৈরি এটিকে আরও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে। মৈত্রী শিল্প উৎপাদিত পানি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সারা দেশে মুক্তা পানির ব্যাপক কদর রয়েছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সেও এ পানি সরবরাহ করার জন্য কাজ চলছে। দেশের গন্ডি পেরিয়ে মুক্তা ব্র্যান্ডের পানি বিদেশেও ছড়িয়ে যাবে।

দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রী বলেন, যারা বিদ্যুতের নামে খাম্বা বাণিজ্য করেছে, দুর্নীতিতে দেশকে পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন করেছে, লুটের টাকায় বিদেশে আয়েশ করছে, তারা সরকারের উন্নয়ন নিয়ে মিথ্যাচার ও ষড়যন্ত্র করছে। দিনের আঠারো ঘণ্টা লোডশেডিং দেয়া দল উন্নয়নের কী বুঝবে। নতুন প্রজন্ম এখন জানে না লোডশেডিং কী। এটাই শেখ হাসিনার নেতৃত্বের কারিশমা।

এর আগে মন্ত্রী শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্পের নবনির্মিত ফটক 'সংশপ্তক', ১০০০ ফুট গভীর নলকূপ, মৈত্রী প্লাস্টিক চেয়ার ও ঝুড়ি তৈরির কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

মন্ত্রী একই ক্যাম্পাসে অবস্থিত শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র(ই আর সি পি এইচ) এর কৃত্রিম অঙ্গ প্রস্তুতকরণ কার্যক্রম পরিদর্শন, ব্রেইল প্রেস উদ্বোধন ও প্রশিক্ষণোত্তর দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রাপ্ত ১৮ জনের হাতে নিয়োগ পত্র তুলে দেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

#

জাকির/আরমান/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৪৫

**গুগলকে বাংলাদেশে অফিস ও ডেটা সেন্টার**

**স্থাপনের জন্য টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ৫ আশ্বিন (২০ সেপ্টেম্বর):

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান গুগলকে বাংলাদেশে অফিস স্থাপন, ডেটা সেন্টার প্রতিষ্ঠা, ডেটা নিরাপত্তা প্রদান, বাংলা ভাষার অধিকতর উৎকর্ষতার প্রতি গুরুত্বারোপ ও ইংরেজির ন্যায় বাংলায় মেইলিং এড্রেস প্রবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন। গুগল এশীয় প্যাসিফিক লিমিটেডের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের গভর্নমেন্ট এফেয়ার্স এন্ড পাবলিক পলিসি ম্যানেজার ক্যালি গার্ডনার আজ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর সাথে সচিবালয়স্থ তাঁর দফতরে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় বিশেষ করে গুগলের নিরাপদ ব্যবহার, ডিজিটাল প্রশিক্ষণ ও বাংলা ডিজিটাল কনটেন্ট উন্নয়নসহ গুগলকে আরো জনবান্ধব করার বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন।

ডাক ও টেলিযোগাগাযোগ মন্ত্রী বলেন, মানুষ গুগলকে নানা তথ্য উপাত্তের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে

ব্যবহার করে আসছে। ২০০৮ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল সংযুক্তি সম্প্রসারণের ফলে গুগলসহ ডিজিটাল প্রযুক্তি মানুষের জীবনধারা পাল্টে দিয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বে ৩৫ কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য গুগলকে বাংলা ভাষায় অধিকতর তথ্য উপাত্ত, স্পিস টু টেক্সট, টেক্সট টু স্পিস সেবা, মেইলিং সেবা, বাংলায় প্রচলিত অনুবাদসহ বাংলা ভাষার অধিকতর শুদ্ধতার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করে মন্ত্রী বলেন, এতে গুগল আরো লাভবান হবে। শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরে টেক্সট বুকসমূহের ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরিতে প্রশিক্ষণে গুগলের সহযোগিতা কামনা করেন শিক্ষার ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির পথপ্রদর্শক মোস্তাফা জব্বার। তিনি বলেন, ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৬৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান কর্মসূচি চালু করা হয়েছে এবং আরও ১০০০টি বিদ্যালয়ে চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। মন্ত্রী অপপ্রচারসহ বিতর্কিত কনটেন্ট অপসারণে কার্যকর উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং এ ব্যাপারে সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

ক্যালি গার্ডনার ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় গ্যাপ নিরসনে গুগল যে কোনো পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। ক্যালি গার্ডনার ডিজিটাল প্রযুক্তিতে বাংলাভাষার উদ্ভাবক হিসেবে এ ব্যাপারে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। মন্ত্রী এ ব্যাপারে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

#

শেফায়েত/আরমান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                      নম্বর : ৯৪৪

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৫ আশ্বিন (২০ সেপ্টেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ৩৬ শতাংশ। এ সময় ৬৬৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ২১০জন।

#

 সুলতানা/আরমান/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৮২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৯৪৩

**১২ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ থাকবে**

**-মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ আশ্বিন (২০ সেপ্টেম্বর) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম জানিয়েছেন, প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশের নিরাপদ প্রজননের লক্ষ্যে আগামী ১২ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর ২০২৩ (২৭ আশ্বিন থেকে ১৭ কার্তিক ১৪৩০) পর্যন্ত মোট ২২ দিন সারা দেশে ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ থাকবে। এ সময় দেশব্যাপী ইলিশ পরিবহণ, ক্রয়-বিক্রয়, মজুত ও বিনিময়ও নিষিদ্ধ থাকবে এবং একইসাথে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান বাস্তবায়ন করা হবে। ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ থাকাকালে ইলিশ আহরণে বিরত থাকা জেলেদের সরকার ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা দেবে।

আজ রাজধানীর মৎস্য ভবনে মৎস্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণ বন্ধের সময় নির্ধারণ এবং মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২৩ বাস্তবায়নের জন্য ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটির সভায় মন্ত্রী এসব কথা জানান। সভায় মন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন।

এ সময় মন্ত্রী বলেন, ইলিশ আমাদের জাতীয় সম্পদই শুধু নয়, এটি জিআই সনদপ্রাপ্ত একটি সম্পদ যা বিশ্বপরিমন্ডলে আমাদের আলাদা পরিচয় বহন করে। অতীতের সকল রেকর্ড অতিক্রম করে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে ইলিশ উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সবার অবদান রয়েছে। ইলিশ সংরক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা, স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, মৎস্যজীবী ও মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের কারণে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, দেশে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, বিভিন্ন সময়ে ইলিশ আহরণ বন্ধ রাখা, জাটকা নিধন বন্ধ করা, আহরণ বন্ধ থাকাকালে ইলিশ আহরণে সম্পৃক্ত জেলেদের ভিজিএফ সহায়তা ও বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়াসহ নানাভাবে সরকার কাজ করছে।

মন্ত্রী বলেন, ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে মৎস্যজীবীরাই সে ইলিশ আহরণ করবে। তারাই লাভবান হবেন। জাতীয় সম্পদ ইলিশ যাতে কোনভাবে বিপন্ন না হয় সেক্ষেত্রে কাজ করতে হবে। এজন্য এ মাছ রক্ষায় সবাই মিলে আন্তরিকভাবে ভূমিকা রাখতে হবে।

ইলিশ সংক্রান্ত জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স এর সভা দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা এবং জেলেদের জন্য বরাদ্দকৃত ভিজিএফ দ্রুততার সাথে বিতরণের জন্য জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা দেন মন্ত্রী। পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে ইলিশ রক্ষায় জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়ারও আহ্বান জানান তিনি।

মন্ত্রী আরো যোগ করেন, দরিদ্র-অসহায় মৎস্যজীবীদের ব্যবহার করে একশ্রেণির মুনাফা লোভী দুর্বৃত্ত। তারা মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালে নদীতে-সমুদ্রে মাছ ধরতে জেলেদের নামায়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এসব দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। দেশের সম্পদ রক্ষায় রাষ্ট্র চেষ্টা করছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চেষ্টা করছেন। ইলিশ সম্পৃক্ত এলাকায় এ সময় প্রয়োজনে বরফ কল বন্ধ করে দিতে হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ, অতিরিক্ত সচিব নৃপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, এ টি এম মোস্তফা কামাল, মো. আব্দুল কাইয়ূম ও মো. তোফাজ্জেল হোসেন, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খ. মাহবুবুল হক, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

#

ইফতেখার/আরমান/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৬৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৯৪২

**বিএনপি থেকে আরো অনেকেই চলে আসবে একটু অপেক্ষা করুন**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ আশ্বিন (২০ সেপ্টেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বিএনপি থেকে আরো অনেকেই চলে আসবে, একটু অপেক্ষা করুন দেখতে পাবেন।’

আজ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে বিএনপির সিনিয়র নেতা শমসের মবিন চৌধুরী এবং তৈমুর আলম খন্দকারের তৃণমূল বিএনপিতে যোগদান নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘শুধু শমসের মবিন চৌধুরী এবং তৈমুর আলম খন্দকার নয় আরো অনেকেই বিএনপি থেকে চলে আসবে, একটু অপেক্ষা করুন। কারণ যে দল নেতাদের সম্মান দিতে জানে না আর যেই দল কাউকে নির্বাচন করতে দেয় না সেই দল তো সবাই করবে না।’

বিএনপির সরকার পতনের আন্দোলন আর নির্বাচনে আসা না আসা নিয়ে এক ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে -এমন প্রশ্নের জবাবে হাছান মাহমুদ বলেন, ‘বিএনপি জনমনে বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করতে চায়। গতবার ২০১৮ সালের নির্বাচনে তারা যেমন বলেছিলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না কিন্তু শেষমেশ অংশ নিয়েছিলো। এবারও তাদের এখনকার বক্তব্য আর এক মাস আগের বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা তফাৎ আছে। যারা একটু অনুসন্ধিৎসু তারা এটা বুঝতে পারেন।’

‘গতবার যেমন গাধা জল ঘোলা করে খেয়েছিলো এবার কি করে সেটা দেখার বিষয়’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘একটি গণমুখী রাজনৈতিক দল যদি ক্রমাগতভাবে নির্বাচন বর্জন করে তাহলে তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিএনপি নির্বাচনে জেতার গ্যারান্টি চায়। কাউকে নির্বাচনে জেতার গ্যারান্টি তো সরকার, নির্বাচন কমিশন কেউ দিতে পারবে না। আমরা চাই তারা নির্বাচনে আসুক। আর মির্জা আব্বাস সাহেবরা গত সাড়ে ১৪ বছর সরকার পতনের কথা বলছেন, এটা নতুন কিছু নয়।’

বিএনপি মহাসচিবের ‘সরকার বিএনপির ওপর নির্যাতন করছে’ অভিযোগ খণ্ডন করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বিএনপি ক্ষমতায় থাকতে কি করেছিলো সেটা পেছনে ফিরে তাকালেই বুঝতে পারবেন, দেখতে পাবেন। মির্জা ফখরুল সাহেবরা অগ্নিবোমা হামলার হুমুকদাতা। সেগুলোর অডিও রেকর্ড, তথ্য প্রমাণ সরকারের কাছে আছে। এরপরও তারা সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছেন। এতেই প্রমাণিত হয় সরকার মোটেই নির্যাতন চালাচ্ছে না। বরং তারা ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার অপচেষ্টা চালানো থেকে শুরু করে এমপি আহসান উল্লাহ মাস্টার, শাহ এস এম কিবরিয়াসহ আমাদের এমপিদেরকে হত্যা করা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমকে লাঠিপেটা করা, জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদ মতিয়া চৌধুরীকে রাস্তায় টানাহেঁচড়া করাসহ আমাদের নেতাকর্মীদের যে পরিমাণ অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে তা বর্ণনাতীত।’

সদ্য সমাপ্ত কানাডা সফরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান জানান, ‘টরন্টো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ১৩ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু বায়োপিক ‘মুজিব-একটি জাতির রূপকার’ সিনেমার প্রথম প্রদর্শনী হয়েছে। ২ ঘন্টা ৫৮ মিনিটের বিরতিহীন এ প্রদর্শনীতে একজন দর্শকও আসন থেকে নড়েননি। সেখানে বাংলাদেশি, ভারতীয় ছাড়াও বিভিন্ন দেশের দর্শকরা ছিলো, প্রত্যেকেই সিনেমাটির প্রশংসা করেছেন। সিনেমাটি প্রকৃতপক্ষে আমাদের ইতিহাসের দলিল হয়ে থাকবে। আগামী মাসে আমরা বায়োপিকটি বাংলাদেশে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করছি।

মন্ত্রী আরো জানান, ‘কানাডা সফরে সে দেশের উচ্চকক্ষ সিনেটের মানবাধিকার কমিটির চেয়ার সিনেটর সালমা আতাউল্লাজানের সাথে বৈঠক হয়েছে এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতি একইসাথে রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এছাড়া কানাডা পার্লামেন্টের ইমিগ্রেশন এবং নাগরিকত্ব বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ার সালমা জাহিদ এমপি’র সাথে বৈঠকে বাংলাদেশিদের সহজতর ইমিগ্রেশন এবং আমাদের শিক্ষার্থীদের সহজতর ভিসার জন্য তাকে অনুরোধ জানিয়েছি।'

এ সময় সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘দেশে ফেরার পথে আমি সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন আমাদের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এমপিকে দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি খুবই ভালো আছেন। দেশে নানা আলোচনা হয়েছে কিন্তু আমি দেখেছি তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা খুবই ভালো।’

#

আকরাম/আরমান/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৭২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ৯৪১

**ডিজিটাল কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের সদস্য হলো বাংলাদেশ**

ঢাকা, ৫ আশ্বিন (২০ সেপ্টেম্বর):

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে গতকাল ডিজিটাল কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (ডিসিও)-এর আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্যপদ গ্রহণ করলো বাংলাদেশ। এ বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষে ডিসিও সদস্য রাষ্ট্র হওয়ার সনদে স্বাক্ষর করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনে প্রায় ১৫টি দেশের ৮’শ মিলিয়ন জনগোষ্ঠীর বিশাল একটা মার্কেট রয়েছে। বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ডিসিও’র সদস্য হলো। তিনি বলেন, ডিসিও’র সদস্য হতে পেরে আমাদের চারটি সুযোগ তৈরি হলো। প্রথমটি বাংলাদেশের ডিজিটাল অন্টারপ্রেনিয়র স্টার্টআপদের ব্যবসা করার সুযোগ হবে। দ্বিতীয়টি বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার সুযোগ তৈরি হবে। তৃতীয়টি ১৫টি দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সাইবার সিকিউরিটিতে আরো বেশি শক্তিশালী জায়গায় যেতে পারবে। চতুর্থটি স্টার্টআপ পাসপোর্ট নিয়ে কাজ হচ্ছে। অর্থাৎ একটি দেশের স্টার্টআপরা ১৫টি দেশে কাজ করতে পারবে।

জুনায়েদ আহমেদ বলেন, এ চারটি এরিয়াতেই মূলত ডিসিও সেক্রেটারি জেনারেলের সাথে ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্যপদ গ্রহণ করেছি এবং সেই সনদে স্বাক্ষর করেছি। ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের জায়গায় বাংলাদেশ এখন অত্যন্ত আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে বলেও তিনি জানান।

পলক আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বের কাছে একটি অনুকরণীয় সফল দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডিসিও মেম্বারশিপের ফলে আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে যে স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্পটি পেয়েছি, সেখানে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট ইকোনমি এবং স্মার্ট সোসাইটি গড়ে তোলা হবে। ২০৪১ সালের সেই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এই ডিসিও’র মেম্বার হওয়ার ফলে আমরা আমাদের লক্ষ্যটা অর্জনে আরো বেশি এগিয়ে যেতে পারবো।

এ সময় ডিজিটাল কো-অপারেশন অর্গানাইজেনের সেক্রেটারি জেনারেল দীমা আল ইয়াহিয়া এবং বাংলাদেশ এক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) এর পলিসি এডভাইজার আনির চৌধুরীসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শহিদুল/আরমান/মোশারফ/রেজাউর/২০২৩/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৯৪০

**‘চিলমারী-রৌমারী’ রুটে ফেরি সার্ভিস উদ্বোধন করলেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ আশ্বিন (২০ সেপ্টেম্বর) :

কুড়িগ্রামের রৌমারী-রাজীবপুর উপজেলার মানুষদের দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর চিলমারী উপজেলার রমনা ফেরিঘাটে ‘চিলমারী-রৌমারী নৌরুটে ফেরিঘাট ও ফেরি সার্ভিস উদ্বোধন এবং চিলমারী নদীবন্দর উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করা হয়েছে।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী আজ কুড়িগ্রামের চিলমারী (রমনা) ফেরিঘাটে ‘চিলমারী-রৌমারী নৌরুটে ফেরিঘাট ও ফেরি সার্ভিস উদ্বোধন এবং চিলমারী নদীবন্দর উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সুধি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার যে অবদান তা কেড়ে নেয়া যাবেনা। ১৫ বছর যাবত ফখরুলরা বলছেন- সরকারকে ফেলে দিচ্ছে; কিন্তু তারা সেটা পারেনি। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, কুড়িগ্রামের বাসন্তীকে নিয়ে যারা দুর্ভিক্ষের চিত্রধারণ করেছে; তারা তাদের ফায়দা নিয়েছে। দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করেনি। শেখ হাসিনা বাসন্তীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন, তাকে ঘর দিয়েছেন। এছাড়া ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোমারীকে মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করে দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) এর চেয়ারম্যান কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যান এস এম ফেরদৌস আলম ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল আরীফ প্রমুখ।

#

জাহাঙ্গীর/মেহেদী/রবি/কামাল/২০২৩/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ৯৩৯

**শিল্পখাতে সুইস উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ**

ঢাকা, ৫ আশ্বিন (২০ সেপ্টেম্বর):

বাংলাদেশের শিল্পখাতে সুইজারল্যান্ডের উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে আগ্রহী। সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেটো রেংলী আজ শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের সাথে তাঁর দফতরে সাক্ষাতকালে এ আগ্রহের কথা জানান। এসময় শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সাল থেকে সুইজারল্যান্ডের সাথে সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানবিক উন্নয়নখাতে সুইজারল্যান্ড অব্যাহতভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এছাড়া রসায়ন, ওষুধ, অবকাঠামো, কারিগরি সেবা এবং ভোগ্যপণ্যখাতে সুইস বিনিয়োগ উল্লেখ করার মত।

সাক্ষাৎকালে উভয়ে মেধাসম্পদ সুরক্ষায় নতুন নতুন উদ্ভাবনের পেটেন্ট, ডিজাইন, পণ্য ও সেবার ট্রেডমার্কস্ এবং ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইত্যাদি ইস্যুতে একযোগে কাজ করার ব্যাপারে সম্মত হন। মন্ত্রী বাংলাদেশের বস্ত্র ও পোশাকখাতে আমদানি বৃদ্ধির জন্যও সুইস রাষ্ট্রদূতের প্রতি আহবান জানান।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ এক দশকে প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুইস ফেজারেল কাস্টমস্ প্রশাসনের হিসাব অনুযায়ী ২০২০ সালে দু’দেশের মধ্যে প্রায় ৮১ কোটি ফ্রাঙ্ক সমমূল্যের পণ্য লেনদেন হয়েছে। তার মধ্যে বাংলাদেশ রফতানি করেছে ৬৮ কোটি সুইস ফ্রাঙ্ক এবং বাংলাদেশ আমদানি করেছে ১৩ কোটি সুইস ফ্রাঙ্ক মূল্যের পণ্য।

#

মাহমুদুল/মেহেদী/রবি/কলি/আসমা/২০২৩/১৫১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ৯৩৮

**উন্নত বিশ্বকে শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করলেই হবে না, প্রযুক্তিগত জ্ঞানও প্রদান করতে হবে**

**- হাভানায় জি-৭৭ প্লাস চায়না সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

অটোয়া (কানাডা), ২০ সেপ্টেম্বর:

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, আমরা বর্তমানে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের যুগে বাস করছি, যা জীবনযাত্রায় দ্রুত বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। তবে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের নেতিবাচক প্রভাব উন্নয়নশীল এবং দ্বীপ দেশগুলিকে জলবায়ু পরিবর্তন এবং সম্পদের ঘাটতির কারণে বিপর্যয়ের গভীরতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, প্রযুক্তিগত জ্ঞান শুধুমাত্র উন্নত দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয় বরং প্রযুক্তিগত জ্ঞান উন্নত দেশসমূহ থেকে উন্নয়নশীল দেশের সাথে অবশ্যই দ্রুত সময়ে আদান প্রদান করতে হবে। উন্নত বিশ্বকে শুধুমাত্র উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক সহায়তা দিয়েই ক্ষতিপূরণ প্রদান করলে হবে না, প্রযুক্তিগত জ্ঞান অবশ্যই প্রদান করতে হবে।

মন্ত্রী কিউবার রাজধানী হাভানায় অনুষ্ঠিত গত ১৬ সেপ্টেম্বর G77 প্লাস চায়না শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের Country Statement-এ এসব কথা বলেন।

কিউবার হাভানায় অনুষ্ঠিত ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর G77 প্লাস চায়না শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সম্মেলনে ১১৬টি দেশ এবং ১২টি সংস্থা এবং জাতিসংঘ (UN) ব্যবস্থার সংস্থার ১৩০০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে ৩১ জন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান, ১২ জন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, কেবিনেট মন্ত্রী এবং অন্যান্য উচ্চ-পর্যায়ের সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। কিউবার রাষ্ট্রপতি Miguel Diaz-Canel ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ G77 প্লাস চায়না সামিট এর চেয়ারম্যান ও কিউবার রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে এই শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

দুই দিনের শীর্ষ সম্মেলনে প্রথমেই সকল সদস্য রাষ্ট্র বিতর্ক সেশনে নিজ নিজ দেশের পক্ষে Country Statement প্রদান করে। ইতোপূর্বে, প্রতিনিধিদলগুলি একটি স্বচ্ছ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক আন্তঃসরকারি আলোচনা প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ ৪৭টি বিষয়সহ G77 প্লাস চীন গ্রুপের শীর্ষ সম্মেলনের রাজনৈতিক ঘোষণা গ্রহণ করতে সকল সদস্য রাষ্ট্রসমূহ সম্মত হন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় করোনা মহামারি সংকট সফলভাবে পরিচালনা করেছিলেন এবং সংকট ব্যবস্থাপনার জন্য উক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলি থেকে সময়মতো ভ্যাকসিন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি প্রাপ্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে করোনা মহামারী ব্যবস্থাপনা অজানা ছিল তাই মহামারী ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক দিনগুলি মোকাবিলা ছিল চ্যালেঞ্জিং। এই অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে সকল সেক্টরে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের আদান-প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক, ইয়েমেন, লিবিয়া, কিউবাসহ জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সচিব এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। তাঁরা নিজ নিজ দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। সম্মেলনে অটোয়াস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের মিনিস্টার দেওয়ান হোসনে আইয়ুর, প্রথম সচিব ও দূতালয় প্রধান হাসান আল্ বাশার আবুল উলায়ী ও মন্ত্রীর একান্ত সচিব তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

শীর্ষ সম্মেলনের শেষদিন ১৬ সেপ্টেম্বর ৪৭-আর্টিকেল হাভানা চূড়ান্ত ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হয়। সমাপনী বক্তব্যে কিউবার প্রধানমন্ত্রী Manuel Marrero Cruz কিউবার জনগণ ও সরকারের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্য রাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানান।

#

আইয়ুর/মেহেদী/রবি/মাহমুদা/কলি/আসমা/২০২৩/১৪৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ৯৩৭

**গভীর সমুদ্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ**

**দেশগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আহ্বান**

নিউইয়র্ক, ২০ সেপ্টেম্বর:

গভীর সমুদ্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোকে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় অগ্রাধিকার দিতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

গতকাল জাতিসংঘ সদরদপ্তরে আয়োজিত গভীর সমুদ্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত এক উচ্চ পর্যায়ের সভায় এ আহবান জানান মন্ত্রী। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, আন্তর্জাতিক সমুদ্র তলদেশ কর্তৃপক্ষের সেক্রেটারি জেনারেল মাইকেল ডব্লিউ লজ এবং টোঙ্গার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফেকিটামোলা উটোইকামানু। সভায় মূল বক্তব্য প্রদান করেন কুক আইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মার্ক ব্রাউন। সভায় বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ, আর্জেন্টিনা ও আন্তর্জাতিক সমুদ্র তলদেশ কর্তৃপক্ষের যৌথ আয়োজনে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে উচ্চ পর্যায়ের এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গভীর সমুদ্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কীভাবে জাতিসংঘ উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জন আরো ত্বরান্বিত করতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, গভীর সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য, এর সম্পদরাজি ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা জাতিসংঘ উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য গভীর সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য এবং এর সম্পদরাজির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে আমাদের প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, গভীর সমুদ্র আমাদের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই এই গভীর সমুদ্রের টেকসই ব্যবস্থাপনায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশসহ অংশগ্রহণকারী দেশসমূহ গভীর সমুদ্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত একটি ‘গ্লোবাল কল’-এ যোগদান করে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে গভীর সমুদ্র বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা এবং অজানা তথ্য অবহিত করাসহ অন্যান্য বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

#

মোহসিন/মেহেদী/রবি/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৯৩৬

**সিডনিতে তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্ভাবনা বিষয়ক সেমিনার**

ক্যানবেরা, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩:

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের আয়োজনে ‘তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্ভাবনা’ শীর্ষক একটি সেমিনার গত ১৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। অস্ট্রেলিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনার এম. আল্লামা সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন সফটওয়্যার কোম্পানির প্রতিনিধিসহ তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞগণ ও পেশাজীবী অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে জুমপ্লাটফর্মে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণ।

হাইকমিশনার আল্লামা সিদ্দিকী বলেন, তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। ফ্রিল্যান্সিংয়ে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। আউটসোর্সিংয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কও উল্লেখযোগ্য। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন সফটওয়্যার কোম্পানি তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে আউটসোর্সিং করতে পারবে বলে হাইকমিশনার উল্লেখ করেন।

অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স, অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম এবং বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল সিডনির সহযোগিতায় আয়োজিত এ সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস এর প্রেসিডেন্ট রাসেল টি. আহমেদ। তিনি উল্লেখ করেন, তথ্য প্রযুক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের ৫ম বাণিজ্যিক অংশীদার। এক্ষেত্রে গত অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানির পরিমাণ ৭ দশমিক ৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তিনি অস্ট্রেলিয়ায় তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ব্লক চেইন, ইন্টারনেট অব থিংস, সাইবার সিকিউরিটি এবং ক্লাউড কমপিউটিংসহ ৫টি সম্ভাবনাময় রপ্তানির ক্ষেত্রর কথা উল্লেখ করেন।

#

তৌহিদুল/মেহেদী/রবি/কামাল/২০২৩/১৩২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৯৩৫

বাংলাদেশ ও সিয়েরা লিওয়নের মধ্যে সম্পর্ক আরো গভীর করার আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

নিউইয়র্ক, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং সিয়েরা লিওনের পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রী তিমোথি মুসা কাব্বা দু’দেশের বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো গভীর করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

গতকাল জাতিসংঘ সদরদপ্তরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের পার্শ্ব বৈঠকে মন্ত্রীদ্বয় বাংলাদেশ ও সিয়েরা লিওন এর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দৃঢ় করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

সিয়েরা লিওনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের কৃষিখাতে সার্বিক উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অভূতপূর্ব অর্জনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এসময় তাঁর দেশের এসব খাতে উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি সিয়েরা লিওনে বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর অবদানের জন্য বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাকে সিয়েরা লিওনের অন্যতম ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, সিয়েরা লিওনের জনগণের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের আন্তরিক ভালোবাসা রয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ শুধু কৃষি খাত নয়, তৈরি পোশাক, ফার্মাসিউটিক্যাল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতেও ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছে। বাংলাদেশ কৃষিখাত ছাড়াও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সিয়েরা লিওনকে সহায়তা করতে আগ্রহী।

সিয়েরা লিওনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর দেশে বাংলাদেশের মিশন স্থাপনের জন্য অনুরোধ জানালে ড. মোমেন বলেন, আফ্রিকার দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক আরো জোরদারে বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে এবং এ বিষয়ে অনেকগুলো উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি সিয়েরা লিওনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলসহ বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

#

মোহসিন/মেহেদী/রবি/মাহমুদা/কামাল/২০২৩/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ৯৩৪

**রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে ওআইসিকে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর**

নিউইয়র্ক, ২০ সেপ্টেম্বর :

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে ওআইসি-কে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। গতকাল জাতিসংঘ সদরদপ্তরে আয়োজিত রোহিঙ্গা সংকট বিষয়ে ওআইসি কন্টাক্ট গ্রুপের সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এ আহবান জানান।

মিয়ানমারের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা মুসলিমদের বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়ার পর ছয় বছর ধরে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা তুলে ধরেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, বাংলাদেশ মানবিক কারণে প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসন বিলম্বিত হওয়ার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি, জনসংখ্যা এবং পরিবেশের ওপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করছে।

মন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনে ২০১৭ এবং ২০১৮ সালে মিয়ানমারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয়নি। প্রত্যাবাসনকে ঘিরে অনিশ্চয়তার কারণে রোহিঙ্গা জনগণ হতাশায় ভুগছে এবং ক্যাম্প ও আশেপাশের এলাকার নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে, যা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের টেকসই ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে এই সংকটের স্থায়ী সমাধান করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের সুবিধার্থে বাংলাদেশ মিয়ানমারের সাথে কাজ করছে। তিনি আরো বলেন, বৈশ্বিক বিভিন্ন সংকটের কারণে রোহিঙ্গা সংকটের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ ও সমর্থন কমে যাচ্ছে। ২০২৩ সালের জন্য রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তার প্রয়োজনীয় তহবিলের মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ পাওয়া গেছে, ফলে তাদের জন্য খাদ্য রেশন কমে গেছে।

ওআইসি সদস্য দেশগুলোর মানবিক সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত তাদের সহায়তা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান মন্ত্রী। তিনি আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের মাধ্যমে মিয়ানমারের জবাবদিহিতার জন্য গাম্বিয়ার উদ্যোগের প্রশংসা করেন, যেখানে মামলার বিষয়ে মিয়ানমারের আপত্তি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, কানাডা, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য, জার্মানি এবং ফ্রান্সসহ অন্যান্য দেশগুলিও এই মামলায় অংশ নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সভায় গাম্বিয়ার আইনমন্ত্রী মামলার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের দুর্দশা লাঘবে ওআইসিকে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান এবং টেকসই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য মিয়ানমারে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে সমন্বিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভা পরিচালনা করেন ওআইসি’র মহাসচিব হিসেইন ব্রাহিম তাহা। সভায় তুরস্ক, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, গাম্বিয়া, জিবুতি, মিশর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ব্রুনেই ও সেনেগাল আলোচনায় অংশ নেয়।

#

মোহসিন/মেহেদী/রবি/মাহমুদা/কলি/আসমা/২০২৩/১২০০ ঘণ্টা